Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue 53
January–March, 2018

Book Review: গ্রন্থ পর্যালোচনা

دور القيم و الاخلاق في الاقتصاد الإسلامي

ইসলামী অর্থনীতিতে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভূমিকা

আবদুস সাত্তার আইনী *

দাওরুল কিয়াম ওয়াল আখলাক ফিল ইকতিসাদিল ইসলামী, লেখক: ড. ইউসুফ আল-কারযাবি, প্রকাশক: মাকতাবাতু ওয়াহ্‌বাহ, কায়রো, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৪০।

ভূমিকা

"তাদের সম্পদ থেকে 'সাদাকা' গ্রহণ করুন; তা দ্বারা তাদের পবিত্র করুন এবং পরিশোধিত করুন" (Al-Qurān, 9: 103)।

"যারা তাদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশে ব্যয় করে, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে ফেলে। তা এইজন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতো'। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুদ সংক্রান্ত উপদেশ এসেছে এবং সে সুদের কারবার থেকে বিরত হয়েছে, তবে অতীতকালে যা হয়েছে তা তো তার জন্যই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় (সুদী কারবারে) ফিরে আসবে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও। তোমরা যদি তা না ছাড়ো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন

* প্রাবন্ধিক, গবেষক এবং সহঃসম্পাদক, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ।

তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না। যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। তোমরা সেদিনকে ভয় করো যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যানীত হবে। তারপর প্রত্যেককে তার কর্মের ফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে এবং তাদের প্রতি কোনোরূপ অন্যায় করা হবে না" (Al-Qurān, 2: 274-281)।

ইসলাম প্রথমত নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষাই প্রদান করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সচ্চরিত্রতা পরিপূর্ণ করার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।" (Al-Bukhārī, Al-Adab al-Mufrad, 273) এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলাম নৈতিকতা ও সচ্চরিত্রতাকে আকিদা ও বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করেছে। যেমন : যার আমানত নেই, তার ঈমান নেই; যে তৃপ্তিসহ পানাহার করে অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে, তারও ঈমান নেই। একইভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, চুরি করা, মদপান করা ঈমানবিধ্বংসী কাজ। অপরদিকে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা, প্রতিবেশীকে সম্মান করা ও ভালো কথা বলা ঈমানের অংশ। "আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি যার ঈমান রয়েছে, সে যেনো তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়; আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি যার ঈমান রয়েছে সে যেনো অতিথিকে সম্মান করে; আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি যার ঈমান রয়েছে সে যেনো ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে" (Al-Bukhārī, 6018; Muslim, 182)।

চরিত্র ও নৈতিকতাকে ইবাদতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং একে ইবাদতের ফল ও পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন : "নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।" (Al-Qurān, 29: 45) অথবা, "তার (কুরবানির) গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া" (Al-Qurān, 22: 37)।

ইবাদত যদি আখলাক ও শিষ্টাচারমণ্ডিত না হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে এর কোনো মূল্য নেই। যেমন: "কত রাত্রিজাগরণকারী (রাত জেগে ইবাদতকারী) রয়েছে, যারা অনর্থক রাত জেগে থাকে; কত রোযাদার রয়েছে যারা দিনের বেলা অনর্থক ক্ষুধার্ত থাকে" (Ibn Mājah, 1690)। অথবা, "যে-ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও ধোঁকাপূর্ণ কাজ ছাড়তে পারলো না, তার রোযা রাখায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই" (Al-Bukhārī, 1903)।

ইসলাম ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গে মুআমালা ও লেনদেনকেও সত্যবাদিতা, সততা, আমানত, ন্যায়পরায়ণতা, পরোপকার, পারস্পরিক বন্ধন ও ভালোবাসার মতো চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলির অনুসঙ্গ করেছে। মুসলমানদের গোটা জীবনটাই

নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং জ্ঞান ও নৈতিকতা, রাজনীতি ও নৈতিকতা, অর্থনীতি ও নৈতিকতা, যুদ্ধ ও নৈতিকতা পারস্পরিক ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

নৈতিকতার মতো মূল্যবোধও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এটা ধর্মীয় মূল্যবোধ হতে পারে, মানবিক মূল্যবোধও হতে পারে। আল্লাহ তাআলার প্রতি, নুবুওয়াত ও রিসালাতের প্রতি এবং আখেরাতের ন্যায়বিচারের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা প্রধানতম ধর্মীয় মূল্যবোধ। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর রহমতের আশা ও শাস্তির ভয়, তাঁর প্রতি ভরসা ও একনিষ্ঠতাও এ মূল্যবোধের অংশ।

মানবিক মূল্যবোধ বলতে বোঝায় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, সৌজন্যবোধ, ন্যায়নিষ্ঠতা, মধ্যপন্থা অবলম্বন ও ভারসাম্য রক্ষা, মানুষের মধ্যে সমতাবিধান ও অধিকার রক্ষা, দুর্বল ও দরিদ্রদের প্রতি মমত্ববোধ ইত্যাদি।

ড. ইউসুফ আল-কারযাবি 'ইসলামী অর্থনীতিতে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা' বিষয়ে এ-গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র ও পর্যায়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার কী ভূমিকা রয়েছে, কী প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া রয়েছে তা প্রমাণ ও যুক্তিসহ সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। উৎপাদন ও ভোগ, বণ্টন ও বিনিময় ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কেবল মালিক গোষ্ঠীর অভিপ্রায় বা যথেচ্ছাচার এবং বিধিবদ্ধ আইনের ওপর নির্ভর করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না, অর্থাৎ যথার্থভাবে মানবকল্যাণ সাধন করতে পারে না। প্রচলিত অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতির মধ্যে এভাবে পার্থক্য নির্ণীত হয় : ইসলামী অর্থনীতিতে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে মানবকল্যাণ সাধনের পথে পরিচালিত করে; অন্যদিকে প্রচলিত অর্থনীতি পুঁজির লুণ্ঠন ও লগ্নি, মালিক গোষ্ঠীর অধিকতর মুনাফা অর্জন, খাতকদের শোষণ ও নিষ্পেষণ, বণ্টন ও বিনিময়ে স্বেচ্ছাচারিতার অনুশীলন এবং অর্থ ও পণ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ দিয়ে থাকে।

এ-গ্রন্থের প্রতিটি আলোচনা কুরআন ও সুন্নাহর দলিলের ভিত্তিতে পেশ করা হয়েছে। ইসলামী জীবনব্যবস্থার এ-দুটি উৎস যাবতীয় ভুল-ত্রুটি থেকে পবিত্র এবং সত্যপথ প্রদর্শনকারী। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যাঁদের জীবন পরিচালিত তাঁদের বিচ্যুতির আশঙ্কা নেই; কুরআন ও সুন্নাহকে যাঁরা আঁকড়ে ধরেছেন তাঁদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কোনো ভয় নেই।

একই সঙ্গে পূর্ববর্তী মুসলিম মনীষীদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান, প্রজ্ঞামণ্ডিত বক্তব্য এবং আলোকপূর্ণ চিন্তারাশির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। বস্তুত কোনো আলোচনাই—তা ধর্মীয় হোক বা পার্থিব—শূন্য থেকে শুরু করা যায় না; তার জন্য পূর্ববর্তী বক্তব্যসমূহ ও চিন্তা থেকে রসদ গ্রহণের প্রয়োজন আছে।

গ্রন্থটির বিন্যাসরূপ : ১. উপক্রমণিকা; ২. ভূমিকা; ৩. প্রথম অধ্যায় : মূল্যবোধ ও ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য; ৪. দ্বিতীয় অধ্যায় : উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূল্যবোধ ও

নৈতিকতা; ৫. তৃতীয় অধ্যায় : ভোগের ক্ষেত্রে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা; ৬. চতুর্থ অধ্যায় : বিনিময়ের ক্ষেত্রে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা; ৭. পঞ্চম অধ্যায় : বণ্টনের ক্ষেত্রে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং ৮. ষষ্ঠ অধ্যায় : ইসলামী অর্থনীতিতে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বাধ্যতামূলক করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা।

ইসলামী অর্থনীতিতে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ব্যতিরেকে ইসলামী অর্থনীতি কিছুতেই শরীয়া মোতাবেক হবে না।

ড. ইউসুফ আল-কারযাবি প্রসঙ্গে

ড. ইউসুফ মোস্তফা আল-কারযাবি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর মিসরের আল-গারবিয়্যাহ জেলার দালতা আন-নীল এলাকার সাফ্ত-তুরাব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার আগেই তিনি কুরআন কারিম হিফ্জ করেন এবং ইলমে তাজবিদে পারদর্শিতার পরিচয় দেন। এরপর তিনি আল-আযহারে ভর্তি হন এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। মাধ্যমিকে তিনি গোটা মিসরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে জামিয়া আল-আযহারের ধর্মতত্ত্ব (উসুল আদ-দীন) বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে পাঠদানের অনুমতিসহ উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে মা'হাদুদ দিরাসাতিল আরাবিয়্যাতিল আলিয়া থেকে ডিপ্লোমা অর্জন করেন। ১৯৬০ সালে উলূমুল কুরআন ও সুন্নাহ বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৩ সালে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'সামাজিক সমস্যা সমাধানে যাকাত এর ভূমিকা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. কারযাবি বিভিন্ন মসজিদে খুতবা ও পাঠদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তারপর মিসরের ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মা'হাদুল আয়িম্মার (the Institute of Imams) পরিদর্শক পদে নিযুক্ত হন। এরপর আল-আযহার বিশ্বাবিদ্যালয়ের ইসলামী সংস্কৃতি বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। ১৯৬১ সালে আল-মা'হাদ আদ-দীনী আস-সানাবি, কাতার (Religious Institute Preparatory Secondary, Doha, Qatar)-এর প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হন এবং কাতারে আসেন। ১৯৭৭ সালে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি অব শারীয়া অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ (كلية الشريعة والدراسات الإسلامية) প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর ডিন নির্বাচিত হন। ১৯৮৯ সালে ইনস্টিটিউট অব সুন্নাহ অ্যান্ড সীরাহ রিসার্চ (مركز بحوث السنة والسيرة النبوية) প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৭ সালে তাঁর সহায়তায় European Council for Fatwa and Research (ECFR) (المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি মনোনীত হন।

ড. ইউসুফ আল-কারযাবি জীবনে অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. ইসলামী অর্থনীতিতে বিশেষ অবদানের জন্য ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) পুরস্কার, ১৯৯১;

২. ইসলামী শিক্ষায় অবদানের জন্য কিং ফয়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার, ১৯৯৪;

৩. ইসলামী আইনবিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্য সুলতান হাসান আল-বলখিয়া (সুলতান অব ব্রুনাই) অ্যাওয়ার্ড, ১৯৯৭;

৪. সুলতান আল-ওয়ায়িস অ্যাওয়ার্ড, ১৯৯৮-১৯৯৯;

৫. দুবাই ইন্টারন্যাশনাল হলি কুরআন অ্যাওয়ার্ড, ২০০০;

৬. মালয়েশিয়া সরকার কর্তৃক তোকো মাল হিজরাহ (হিজরাহ অব দ্য প্রফেট) অ্যাওয়ার্ড, ২০০৮।

ড. ইউসুফ আল-কারযাবি কুরআন, সুন্নাহ, সীরাহ, ফিকহ, তাসাউফ, আকিদা, দাওয়াহ ইত্যাদি বিষয়ে অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১। الحلال والحرام في الإسلام (ইসলামে হালাল-হারাম);

২। فتاوى معاصرة (সমকালীন ফাতাওয়া);

৩। تيسير الفقه للمسلم المعاصر (এ যুগের মুসলিমদের জন্য সহজ ফিক্‌হ);

৪। فقه اللهو والترويح (ক্রীড়া ও বিনোদনের ইসলামী বিধান);

৫। الاجتهاد في الشريعة الإسلامية (ইসলামী শরীয়তে ইজতিহাদ);

৬। المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (ইসলামী শরীয়াহর পরিচয়);

৭। من فقه الدولة في الإسلام (ইসলামী আইনে রাষ্ট্র প্রশাসন);

৮। الفتوى بين الانضباط والتسيب (ফাতওয়ার ক্ষেত্রে সংকোচন ও অবাধ নীতির পরিবর্তে ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অনুসরণ)

৯। موجبات تغير الفتوى (ফাতওয়ার বিবর্তনের উপলক্ষসমূহ);

১০। زراعة الأعضاء في ضوء الشريعة (ইসলামী শরীয়তে অঙ্গ প্রতিস্থাপন);

১১। فقه الزكاة (ইসলামে যাকাতের বিধান);

১২। مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام (দারিদ্র সমস্যা নিরসনে ইসলামের কর্ম কৌশল);

১৩। فوائد البنوك هي الربا الحرام (সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় অর্জিত মুনাফা হারাম);

১৪। دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي (ইসলামী অর্থনীতিতে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভূমিকা);

১৫। دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية وشروط نجاحها (অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে যাকাতের ভূমিকা ও সাফল্যের শর্তাবলি;

১৬। لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر (যুগ সমস্যার প্রেক্ষিতে যাকাত ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের টেকসই কর্মকৌশল);

১৭। العقل والعلم في القرآن (পবিত্র কুরআনে প্রজ্ঞা ও দর্শন);

১৮। كيف نتعامل مع القرآن العظيم (কীভাবে আমরা কুরআনের প্রতি সুবিচার করব);

১৯। كيف نتعامل مع السنة النبوية (কীভাবে আমরা সুন্নাহর প্রতি সুবিচার করব);

২০। المدخل لدراسة السنة النبوية (সুন্নতে নববীর পরিচয়);

২১। الحياة الربانية والعلم (আল্লাহর নৈকট্য লাভে ইলমের গুরুত্ব);

২২। النية والإخلاص (ইখলাস ও নিয়ত);

২৩। التوبة إلى الله (আল্লাহর কাছে তওবা);

২৪। الورع والزهد (তাকওয়া ও দুনিয়া বিমুখতা)।

ড. ইউসুফ আল-কারযাবি মনে করেন, কোনো দেশে স্বৈরশাসন কেবল ওই দেশের রাজনীতিকেই ধ্বংস করে দেয় না; বরং ওই দেশের প্রশাসন, বিচারবিভাগ, নীতি-নৈতিকতা, আর্দশ ও দীন-ধর্ম—সবকিছুকে ধ্বংস করে দেয়। তিনি আরো মনে করেন, অপরিবর্তনীয় বিধানাবলির সঙ্গে পরিবর্তনশীল বিধানাবলির ভারসাম্য রক্ষা করা উচিত।

ইসলামী অর্থনীতিতে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মানবিক মূল্যবোধ, চারিত্রিক গুণাবলি ও শরীয়তের বিধানাবলির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও অন্যান্য বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য এই যে, ইসলাম অর্থনীতি ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য করে না। এখানে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করে। বণ্টনের ক্ষেত্রে ন্যায়-নিষ্ঠা, খরচ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা ও মধ্যপন্থা অবলম্বন, ব্যয়ের ক্ষেত্রে সঠিক ব্যবস্থাপনা, অপচয় নিষিদ্ধকরণ, সুদি কারবার ও মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গুদামজাত করা নিষিদ্ধকরণ, ধোঁকা ও প্রতারণা নিষিদ্ধকরণ, বৈধভাবে পুঁজি সংগ্রহ ও লগ্নিকরণ, সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ ইত্যাকার যাবতীয় বিষয় ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য, যা মূলত সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে নৈতিকতা ও মূল্যবোধেরই বহিঃপ্রকাশ। ইসলামী অর্থনীতি সমাজের একটি শ্রেণিকে সর্বোচ্চ ধনী ও মনিবে পরিণত করে না এবং অপর একটি শ্রেণিকে দারিদ্র্যক্লিষ্ট ক্রীতদাস বানায় না; ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের মতো ইসলামী অর্থনীতিতে রয়েছে ভারসাম্য ও সমতার মানদণ্ড। ইসলামী অর্থনীতি কেবল বস্তুগত ও বস্তু-সম্পর্কিত কোনো ব্যাপার নয়; বরং এখানেও মানবিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় নৈতিকতা সর্বদা

জাগরূক থাকে। ঔষধ বিক্রির জন্য রোগের বিস্তার ঘটানো, অস্ত্র বিক্রির জন্য যুদ্ধ বাঁধানো, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য সমস্যা তৈরি করা, স্বাস্থ্যবিধি এবং সমাজ ও পরিবেশের সুরক্ষার প্রতি লক্ষ্য না করে পণ্য উৎপাদন, চটকদার ও মনভোলানো বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষকে অনর্থক জিনিস কিনতে ও অপব্যয় করতে প্ররোচিত করা ইত্যাদি গর্হিত কর্মকাণ্ডকে ইসলামী অর্থনীতি কিছুতেই অনুমোদন করে না। ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি হলো তাকওয়া ও আল্লাহভীরুতা, মানবিক কল্যাণকামিতা, পারস্পকি সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যবোধ, ক্ষমা ও উদারতা।

মূল্যবোধ এবং ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

কারযাবি বলেন, ইসলামী অর্থনীতি ও লেনদেনে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে প্রথমেই আমাদের সামনে চার প্রকারের মৌলিক ও প্রধান মূল্যবোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে : আল্লাহ-সম্বন্ধীয় মূল্যবোধ, চারিত্রিক মূল্যবোধ, মানবিক মূল্যবোধ এবং মধ্যপন্থা। এ চার প্রকারের মূল্যবোধ ইসলামী অর্থনীতির প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে রূপায়িত করে; শুধু অর্থনীতিই নয়, ইসলামের যে-কোনো কর্মকাণ্ডে উপর্যুক্ত মূল্যবোধ চতুষ্টয়ের উপস্থিতি বিদ্যমান। এগুলো ইসলামী শরীয়া ও ইসলামী সভ্যতারও বৈশিষ্ট্য।

আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তার সঙ্গেই এ কথা বলা যায় যে, উপর্যুক্ত মূল্যবোধের কারণে ইসলামী অর্থনীতি সাধারণ অর্থনীতির চেয়ে অনন্য; কারণ তা আল্লাহ-নির্দেশিত অর্থনীতি, মানবিক অর্থনীতি, নৈতিক অর্থনীতি এবং মধ্যপন্থার অর্থনীতি।

উপর্যুক্ত মূল্যবোধগুলো বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত এবং ইসলামী অর্থনীতি ও আর্থিক লেনদেনের সব ক্ষেত্রে উৎপাদন ও ভোগে এবং বিনিময় ও বণ্টনে তাদের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিস্তৃত। এসব মূল্যবোধ অনুপস্থিত থাকলে অর্থনীতি ও আর্থিক লেনদেন ইসলামী বলে বিবেচিত হবে না, যদিও কেউ কেউ অনৈসলামিক কারবার ও ব্যবসাকে ইসলামী বলে প্রচার করার প্রয়াস পায়।

আল্লাহ-নির্দেশিত অর্থনীতি বলতে যা বোঝায় তা এই : এর সূচনা আল্লাহর পক্ষ থেকে, গন্তব্যও আল্লাহর উদ্দেশে এবং এর যাবতীয় উপায় ও পদ্ধতি আল্লাহর শরীয়ার সীমারেখার আওতাধীন। যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আল্লাহ-প্রদত্ত মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সচেতন মুসলমানমাত্রই আল্লাহ তাআলার নিম্নবর্ণিত নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে উৎপাদনে ও সম্পদ অর্জনে তার শ্রম ও চেষ্টা ব্যয় করে :

"তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; সুতরাং তোমরা তার দিগ-দিগন্তে বিচরণ করো এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে আহার গ্রহণ করো; পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট।" (Al-Qurān, 67: 15)

চারা ও বৃক্ষ রোপণ, ফসল উৎপাদন অথবা কল-কারখানা স্থাপন ও পণ্য উৎপাদন অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি ও মুনাফা অর্জন—প্রতিটি কাজের সময় মুসলমানের অন্তরে এই চেতনা জাগরূক থাকে যে, সে তার কর্মের দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করছে। তার কাজের উপকারিতা ও কল্যাণ যতই বৃদ্ধি পাবে সে আল্লাহর কাছে ততটাই প্রিয়ভাজন হবে।

একইভাবে মুসলমান যখন উত্তম বস্তু পানাহার করে, পণ্য ভোগ করে, সৃষ্টিকুলের উপকারিতা লাভ করে, আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মোতাবেকই করে।

"হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা-কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে, তা থেকে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।" (Al-Qurān, 2: 168)

"হে বনি আদম, প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে, আহার করবে ও পান করবে; কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। বলো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব নান্দনিক ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে?" (Al-Qurān, 7: 31-32)

"তুমি তোমার হাত তোমার গলায় আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না (কার্পণ্য বা অপব্যয় কোনোটাই করো না)। তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।" (Al-Qurān, 17:29)

মুসলমান কেনা-বেচার সময়, ভাড়ায় গ্রহণ ও ভাড়ায় প্রদানের সময়, অর্থ ও পণ্য বিনিময়ের সময় আল্লাহর বিধি-নিষেধের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং তা মেনে চলে। হারাম সম্পদ অর্জন করে না, হারাম উপায়েও সম্পদ অর্জন করে না; সুদি কারবার করে না এবং মূল্যবৃদ্ধির লোভে পণ্য গুদামজাত করে রাখে না। কারো প্রতি জুলুম করে না, কারো সঙ্গে প্রতারণা করে না। জুয়া খেলে না এবং চুরি করে না। ঘুষ দেয়ও না, ঘুষ নেয়ও না।

মুসলমানের পদচারণা ও তৎপরতা হালাল ও বৈধ কর্মকাণ্ডের বলয়ে সীমাবদ্ধ থাকে এবং সে স্পষ্ট হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। যথাসম্ভব সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিহার করে চলে। এভাবে সে তার দীন ও ব্যক্তিগত সম্মানকে সুরক্ষা প্রদান করে।

মুসলমান সম্পদের মালিক হলে তা কুক্ষিগত করে রাখে না, নির্বোধের মতো অপচয় করে না, অপরাধ বা নাফরমানিমূলক কাজে ব্যয় করে না। কাউকে সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না।

ইউসুফ আল-কারযাবি আরো বলেন, ইসলামে অর্থনীতি মৌলিক কোনো উদ্দেশ্য নয়; বরং তা মানুষের জন্য প্রয়োজন ও আবশ্যক অবলম্বন; এ-কারণে যে, তাকে জীবনের মূল লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্য কর্মক্ষম ও সুস্থ-সবল থাকতে হয়। অর্থনীতি হলো মানুষের সহায়ক; তাঁর বিশ্বাস ও দায়িত্বের সেবক।

ইসলাম মানবজীবনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও সামষ্টিক জীবনকে সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য ইসলাম যাবতীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। জীবনের চিন্তাগত, আত্মিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক—মোটকথা জীবনের যত দিক আছে, সব দিকে ইসলাম তার ব্যবস্থাকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। অর্থনৈতিক দিক জীবনের একটি অংশ, জীবনের একটি পর্যায় ও প্রেক্ষিত; কিন্তু মনে রাখতে হবে, তা জীবনের মূল ভিত্তি নয়, জীবনের উদ্দেশ্য ও গন্তব্যও নয়।

ইসলামী ব্যবস্থা জীবনের জন্য অনন্য ও অসাধারণ ব্যবস্থা। ইবাদত এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত, যা মানুষের আত্মাকে প্রশান্ত করে এবং আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে দৃঢ় করে। মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও শিষ্টাচার এ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত, যা মানুষকে উন্নত করে, মানবীয় উৎকর্ষ সাধন করে, জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। ইসলামী শরীয়ার বিধানাবলি হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়, ন্যায়নিষ্ঠা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে, জুলুম ও নিপীড়ন নিষিদ্ধ করে; ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, পরিবারের, সমাজের ও উম্মাহর সম্পর্ক স্থাপন করে; ভ্রাতৃত্ব, সমতা ও ন্যায়পরায়ণতার নীতি প্রতিষ্ঠা করে, মানবমণ্ডলীর অধিকারের সুরক্ষা প্রদান করে।

কিন্তু ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য জীবনব্যস্থা অনুরূপ নয়। সেখানে রুটি-রোজগারই জীবনের উদ্দেশ্য, ক্ষুধা নিবৃত্তিই প্রধান বিবেচ্য বিষয়; অর্থনীতিই সকল সমস্যার সমাধান এবং পার্থিব কর্মকাণ্ডই চিন্তাজগতের নিয়ন্ত্রক।

নৈতিক অর্থনীতি বলতে বোঝায়, এখানে অর্থনীতি ও নৈতিকতার সমন্বয় থাকবে। কতিপয় অনারব গবেষক ইসলামী অর্থনীতির এ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করেছেন। ইসলামী অর্থনীতি নৈতিকতা ও অর্থনীতির মধ্যে সংশ্লেষ সৃষ্টি করেছে; অন্যদিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সেক্যুলার অর্থনীতিতে নৈতিকতার কোনো স্থান নেই।

ফরাসি লেখক Jacques Austruy তাঁর ISLAM FACE AU DÉVELOPPEMENT নামক গ্রন্থে[১] বলেছেন: "ইসলাম একই সঙ্গে উন্নত আদর্শিক নৈতিকতা ও বাস্তবিক জীবনের সমন্বয়মূলক জীবনব্যবস্থা। এখানে এই দুটি দিক ওতপ্রোতভাবে জড়িত; একটি আরেকটি থেকে কখনো পৃথক হয় না। এ থেকে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য সেক্যুলার অর্থনীতি গ্রহণযোগ্য নয় এবং যে-অর্থনীতি কুরআনের বাণী থেকে তার শক্তি সঞ্চয় করবে অবধারিতভাবে সেটাই হবে নৈতিক অর্থনীতি।

এ নৈতিকতা 'মূল্য' বলতে যা বোঝায় তাকে একটি নতুন অর্থদানে সক্ষম এবং 'উৎপাদনের হাতিয়ার'-এর পরিণতিরূপে যে-চিন্তাগত বৈকল্যের সৃষ্টি হয় তাও পূরণ করতে সক্ষম।

[১] আরবি অনুবাদ : الاسلام والتنمية الاقتصادية (ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন), অনুবাদক : নাবিল তাবিল।

আমরা যদি অনুশীলিত বাস্তবিকতার প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো, অর্থনীতি ও নৈতিকতার যে-সংশ্লেষ ইসলামের ইতিহাসে তার গভীর ও স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে যখন ইসলামই মুসলমানদের জীবনে প্রধান প্রভাবক ছিলো এবং তাদের কর্মকাণ্ড, তৎপরতা ও গতিবিধির প্রধান নির্দেশক ছিলো।"

ইসলামী অর্থনীতিতে মানুষই মূল লক্ষ্য। সুতরাং ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য হলো মানুষের জন্য সুখকর জীবন নিশ্চিত করা। সুখকর জীবন বলতে যা বোঝায় তার প্রতিটি উপাদান ও প্রতিটি অনুষঙ্গের ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতি গুরুত্বারোপ করে থাকে। ইসলামী অর্থনীতি মানুষের শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত, যৌবন থেকে বার্ধক্য এবং বার্ধক্য থেকে মৃত্যু—প্রতিটি স্তরে ও প্রতিটি পর্যায়ে জীবনের অর্থনৈতিক সুরক্ষা প্রদান করে থাকে।

ইসলামী অর্থনীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এটি ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যপন্থার অর্থনীতি। ভারসাম্য ও মধ্যপন্থাকে ইসলামী অর্থনীতির আত্মা বলা যায়। মানুষের যেমন আত্মা আছে, যা তাকে সচল ও সজীব রাখে, তেমনি প্রতিটি ব্যবস্থারও আত্মা থাকে, যার অভাবে সে অচল ও নির্জীব হয়ে পড়ে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। এখানে ব্যক্তিই সবকিছু; ব্যক্তির স্বাধীনতা, সুখ ও সমৃদ্ধি, ভোগ ও বিলাস, ব্যক্তির পুঁজি ও বাণিজ্য, লাভ ও মুনাফা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজিবাদী অর্থনীতি যাতে কোনো মুনাফা নেই, যাতে আর্থিক লাভ নেই সেসব ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব প্রদান করে না। শুধু তা-ই নয়, সেসব বিষয়কে সমাজের জন্য উপকারী ও কল্যাণকরও মনে করে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যক্তিই অর্থনীতির চালিকাশক্তি, ব্যক্তিই লক্ষ্য, ব্যক্তিই উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের কাজ হলো শুধু ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অভিপ্রায়কে গুরুত্ব দেওয়া এবং ব্যক্তির ইচ্ছাধিকারকে যে-কোনো প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত রাখা। যাতে তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা অব্যাহত রাখতে পারে।

অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক বা মার্কসবাদী অর্থনীতি ব্যক্তির প্রতি কোনো গুরুত্বই প্রদান করে না। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ব্যক্তি কিছু না; সমাজ ও রাষ্ট্রই সব। এখানে ব্যক্তির প্রতি রয়েছে অসৎ ও অন্যায় ধারণা, ব্যক্তিমালিকানার কোনো মূল্যও এখানে নেই।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি অনুযায়ী ব্যক্তিমালিকানাকে স্বীকৃতি দেওয়াই সমস্ত অপরাধ ও অনাচারের প্রধান কারণ। সুতরাং ব্যক্তিমালিকানার উচ্ছেদ জরুরি, একইভাবে ব্যক্তিত্বের বিনাশও জরুরি। এর জন্য প্রয়োজন হলে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পথে হাঁটতে হবে, ব্যক্তিত্বপূজারীদের বিনাশ ঘটাতে হবে। যাতে সমাজে কার্যকরী অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে স্বৈরশাসন ও একনায়কতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। ফলে রাষ্ট্র থেকে তখন ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবাধিকার ও মানবিকতা,

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, দীন-ধর্ম-আদর্শ সবকিছু বিদায় নেয়। রাষ্ট্র একটি তাৎপর্যহীন যন্ত্রে পরিণত হয়, যেখানে ক্ষুধা নিবৃত্তি ছাড়া আর কোনোকিছুর কোনো মূল্য নেই।

পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, ভারসাম্য রক্ষা ও মধ্যপন্থা অবলম্বন। কেবল ইসলামী অর্থনীতি নয়, মুসলিম উম্মাহর এটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন : "এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি।" (Al-Qurān, 2: 143)

ইসলাম সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করেছে। শুধু এ ক্ষেত্রে নয়, সকল বিপরীতমুখী বিষয়ে ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে, দেহ ও আত্মার মধ্যে, যুক্তি ও বুদ্ধির মধ্যে, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে—মোটকথা সকল বিপরীতধর্মী বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে।

ইসলামী অর্থনীতি সমাজের ওপর, বিশেষ করে সমাজের দরিদ্র শ্রেণির ওপর কোনো অন্যায় বা অনাচার চাপিয়ে দেয়নি, যা করেছে পুঁজিবাদী অর্থনীতি। একইভাবে ব্যক্তি, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তির অধিকারের ব্যাপারে জুলুম করেনি, যা করেছে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, বিশেষ করে মার্কসবাদী অর্থনীতি।

ইসলামী অর্থনীতি অতিশয় সচেতনতার সঙ্গে মধ্যপন্থা ও ইনসাফপূর্ণ নীতি অবলম্বন করেছে; কোনো ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেনি, কোনো ক্ষেত্রে শিথিলতাও প্রদর্শন করেনি, কারো ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করেনি এবং কাউকে ক্ষতিগ্রস্তও করেনি। যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ - أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ - وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ .

তিনি আকাশকে সমুন্নত করেছেন এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড, যাতে তোমরা মানদণ্ডে সীমালঙ্ঘন না করো । আর তোমরা ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত করো এবং ওজনে কম দিও না। (Al-Qurān, 55: 7-10)

ইসলামী অর্থনীতিতে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বাধ্যতামূলক করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা

যেসকল মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং তাৎপর্য ও শিক্ষার কথা আলোচনা করা হলো তা ইসলামী অর্থনীতির প্রাণ ও আত্মা; এগুলো ইসলামী অর্থনীতির যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে সজীব ও পরিশুদ্ধ রাখে। কারণ এসকল মূল্যবোধ ও নৈতিকতা মুসলমানের বুদ্ধি ও বিবেক, তাদের চিন্তাগত জীবন ও কর্মজীবনের একটি বড় ও গভীর অংশ দখল করে আছে।

এগুলো কোনো দার্শনিক চিন্তা নয়, কোনো সমাজসংস্কারকের সংস্কার নয়, কোনো আইনবেত্তার গবেষণা নয়, কোনো কবির কল্পনাও নয়; অর্থাৎ, মৌলিকভাবে এগুলো কোনো মানুষের চিন্তা ও বক্তব্য নয় যে আমরা ইচ্ছা করলে এর কিছু গ্রহণ করবো আর কিছু বাদ দেবো। বরং এগুলো আল্লাহ-প্রদত্ত নির্দেশনা এবং নববী শিক্ষা;

আল্লাহর কিতাবে এগুলো বর্ণিত হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ্য় এগুলো আলোচিত হয়েছে। মানুষের কল্যাণ ও সুখ-সমৃদ্ধির যাবতীয় পথনির্দেশনা কুরআন ও সুন্নাহ্য় রয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন :

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ - يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

আল্লাহর পক্ষ থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এর দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুগ্রহে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরলপথে পরিচালিত করেন। (Al-Qurān, 22: 41)

মুসলিম রাষ্ট্র অর্থনীতি ও লেনদেনে উপর্যুক্ত মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে বাধ্যতামূলক করণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। রাষ্ট্র চিন্তাকে কর্মে এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে আইনে পরিণত করতে পারে। নৈতিক ও চারিত্রিক আদর্শগুলোকে বাস্তবিক অনুশীলনে প্রয়োগ করতে পারে। রাষ্ট্র এমন প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করতে পারে যারা অর্থনীতিতে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রচার-প্রসার, চর্চা, অনুশীলন, উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনের মতো কর্মকাণ্ডগুলো সম্পাদন করবে।

কারবার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে আবশ্যিক বিষয়গুলোর চর্চা করা এবং নিষিদ্ধ ও জনস্বার্থ বিরোধী ব্যাপারগুলো থেকে বিরত থাকার ব্যাপারেও রাষ্ট্র তার আইনানুগ শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের মধ্যে যাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের উদ্দেশে বলেছেন:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.

আমি যদি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি তাহলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। (Al-Qurān, 22: 41)

রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি—প্রত্যেকেই ইসলামী অর্থনীতিতে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রচার ও প্রসার এবং চর্চা ও অনুশীলন, উম্মাহর মাঝে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভিত্তি দৃঢ়ীকরণ, উম্মাহর সন্তানদেরকে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষায় লালন-পালন এবং সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কর্মের দায়িত্বশীল। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে যার যার অবস্থানে থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালনের তাওফিক দান করুন।